







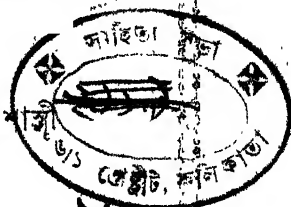




# এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ।

শ্রীমূল শিবনাথ শাস্ত্রী

প্রণীত।



আলবার্ট প্রেস ;

দুর্ভাগা

৩৭ নং নেছরাবাজার ষ্ট্রীট—ঠান্ডানিয়া,

কলিকাতা।

বৈশাখ—১৩৮৫।



মূল্য ১/০ পান্না।

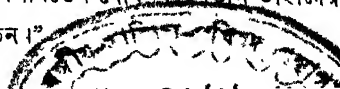




এত দিনের পর কেশব বাবুর নিজ কথা শুনিতে পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উভয়ে স্বাক্ষর করিয়া “ধর্ম্মতত্ত্বের অতিবিক্ত” একখানি সুদীর্ঘ পত্রে কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে “আচার্য্য মহাশয়ের সম্মতিক্রমে তাহা সাধারণের হিতার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।” সুতরাং এই সমুদায় কথা কেশব বাবুর নিজের কথা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এখানে একটু টীকা করা আবশ্যক—প্রচারক মহাশয়দের লিখিতেছেন, “সাধারণের হিতার্থ”। তুমি আমি হইলে হয় ত লিখিতাম “সাধারণের অবগতির জন্য।” সে বাহা হউক আমি প্রচারক মহাশয়দের প্রকাশিত পত্রখানির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার সংকল্প করিয়াছি, ব্রাহ্ম পাঠকগণের প্রতি এই অনুরোধ তাঁহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক একটু দীর্ঘ ভাবে উভয় পক্ষের কথাগুলি পাঠ ও বিচার করিয়া দেখিবেন।

১। প্রচারক মহাশয় দ্বয় প্রথমেই বলিতেছেন :—

“অপবাদ ও নিন্দা পরিহার পূর্বক যদি কেহ কেহ নিরপেক্ষ ভাবে, বন্ধুতার অনুরোধে ও সাধারণের হিতকামনায় আচার্য্য মহাশয়কে ইতিপূর্বে পত্র লিখিতেন বোধ করি তিনি তাঁহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিতেন।”





মফস্বলের পাঠকগণ এ বিষয়ের প্রকৃত কথা জানেন না। সমালোচকে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ হইয়াছে। গত পূজার পূর্বে যখন বিবাহের প্রস্তাবের কথা প্রথম কলিকাতাতে প্রচার হয় তখন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু কেশব বাবুর নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিতে গিয়াছিলেন। কেশব বাবু তখন কিছু স্থির হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। সবিশেষ বিবরণ কিছুই বলিলেন না। পরে ১১ মাঘের উৎসবের পর বিবাহের কথা যখন পুনরায় উঠিল, তখন আমি এবং আমার দুই জন বন্ধু মিলিত হইয়া ২রা ফেব্রুয়ারি কেশব বাবুর নিকট গমন করি। আমরা কেশব বাবুকে বলিলাম, যে “এক্লপ জনরব যে ৬ই মার্চ আপনার কন্যার বিবাহ? এ প্রস্তাব কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।” তাহাতে তিনি বলিলেন যে, “প্রস্তাবের এখনও কিছু স্থির হয় নাই, একটী নিয়ম ভাঙ্গিয়া গেলে হয় ত সমুদায় নিয়ম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।” তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, তাহারও অনেক নিয়ম আছে; ধর্মের দিক অগ্রে দেখিতে হইবে। ধর্মের দিক কিরূপ? জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—পাত্রের ধর্মবিশ্বাস, বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি। যখন কেশব বাবুর নিকট সবিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না তখন আমরা উঠিলাম। উঠিবার সময় বলা হইল;—“লোকে আমাদেরকে ইতিমধ্যেই বলিতেছে তোমরা না কাস্তুরিরি ঘাড়ের মাস খাইয়াছিলে? তাহাতে তিনি যেন

একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“তোমরা কেশবচন্দ্র সেনেরও ঘাড়ের মাস ছিঁড়িও।” আমরা পরে চলিয়া আসিলাম। কেশব বাবু আমাদেরকে বলিয়াছিলেন যে অনুমান ১০ দিনের মধ্যে সমুদায় স্থির হইবে। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই শুনা গেল বিবাহ হওয়া স্থির এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি দিবসের সুলভ ও মিরারে বিবাহের বিষয় প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হইল। সেই দিনেই ২৩ জনের স্বাক্ষরিত একখানি প্রার্থনা পত্র কেশব বাবুর হস্তে অর্পিত হইল এবং ঐ পত্র মুদ্রিত করিয়া সমুদায় সমাজে প্রেরিত হইল। অপরাধের মধ্যে সেই পত্রে বলা হইয়াছিল, যে, পাঁচটি শিশু, অগতিত চরিত্র, ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে ও কাঁচা, একপাশে এত গুলি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কন্যা দিলে লোকে মনে করিবে আপনি পাত্রে পদ ও ধন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন; আপনার সম্বন্ধে একপাশে অপবাদ ও আমাদের সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।” এই টুকুই প্রচারক মহাশয় দিগের বিচারে অপবাদ ও নিন্দা বলিয়া গণ্য হইল। কেশববাবু একবার পত্রখানি পড়িলেন না অথচ পরের মুখে অন্তঃস্বাদের ন্যায় বুঝিলেন যে তাহা বিদেহ-বিজ্ঞিত এবং এই বিবেচনা করিয়াই ৬৬ বৎসরের প্রাচীন ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র দেব, আত্মস্থানিক ব্রাহ্মদের অগ্রণী বাবু হুর্গামোহন দাস এবং বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের মুখশ্রীস্বরূপ আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির স্বাক্ষরিত সেই পত্রখানি পড়া পাপ বলিয়া কেলিয়া দিলেন। তথাপি আনন্দমোহন বাবু ১৬ ফেব্রুয়ারি কেশব বাবুকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার

ইচ্ছা করিলেন। ঐ পত্র ২৩ ফাল্গুণের সমালোচকে এবং ১১ই এপ্রেলের “ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নে” প্রকাশ হইয়াছে। পাঠকগণকে অনুরোধ করি, পত্রখানি পড়িয়া দেখিবেন আনন্দ মোহন বাবু কিরূপ সদ্ভাবের সহিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ১৯ ফেব্রুয়ারি শিবচন্দ্রদেব প্রভৃতি আবার কেশব বাবুকে আর এক খানি বিনয়পূর্ণ পত্র লেখেন। কেবল তাহাও নহে ঐ সময়ে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন গণ্য ব্রাহ্ম কেশববাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া আর এক পত্র লেখেন। ইহার কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। কেশব বাবু আনন্দ মোহন বাবুর পত্রের উত্তর দিয়াছেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় তাহা গোপনীয় বলিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। পাঠকগণ বলুন দেখি—ইহা দেখিয়া একরূপ বলা যায় কিনা যে কেশববাবুর মনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। আর কেশববাবুরই বা একি ব্যবহার! তিনি এত বড় একটি কার্য্য করিতে গেলেন একবার স্বদলস্থ লোকদিগকে একটি কথাও বলিলেন না; বার বার জানিতে যাওয়া গেল কথা কাটাইয়া দিলেন; প্রার্থনা করা গেল প্রার্থনা পত্র অবহেলা করিয়া অপমান করিলেন। এই কি আচার্য্যের ব্যবহার!!!

২। প্রচারকল্প বলেন;—“এ বিবাহের কতকগুলি ব্যাপারে যদি অপর কেহ দ্বন্দ্বিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা জানা কর্তব্য যে তাঁহার হৃদয় তৎসম্বন্ধে সন্দেহাশঙ্কা অধিক

বাধিত হইয়াছে। অহুষ্ঠানটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের ইচ্ছানুরূপ হয় নাই, এজন্য তিনি মনের অসন্তোষ কখন সংগোপন করেন নাই। যদি কিছু অন্যায় ঘটয়া থাকে তাহা অন্য লোকে বিবেকের অহুরোধে যেমন অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন তিনিও সেইরূপ মুক্ত কণ্ঠে অন্যায় বলিতে প্রস্তুত।” এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের দুইটী ক্ষোভের কারণ ঘটয়াছে (১) বাল্য বিবাহ দোষ (২য়) পৌত্তলিকতা দোষ। প্রতাপ বাবু ও গৌর বাবুত এদুটীই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্রের শেষ ভাগে এক স্থলে তাঁহারা বলিয়াছেন ;— “বাস্তবিক উক্ত বিধির মূল তাৎপর্য্য এই যে যৌবনারম্ভই কন্যার উপযুক্ত বয়স। এ নিয়ম বর্তমান বিবাহে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কেশব বাবু আপন কন্যার বয়স সম্বন্ধে পূৰ্ব্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহাও অমূলক”। জিজ্ঞাসা করি তবে কেশব বাবু দুঃখিত কেন? যদি বাল্য বিবাহের দোষ নাই, পৌত্তলিকতা দোষ নাই তবে কেশব বাবুর দুঃখের কারণও নাই?

৩। প্রচারকদ্বয় বলেন ;—“কিন্তু তিনি ধনলোভে পৌত্তলিক অহুষ্ঠান করিয়াছেন অথবা বাল্য বিবাহ দিয়াছেন কিন্মা পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ নীচ ও জঘন্য অপবাদের আমরা সকলেই বিরোধী।” এ কথা কে বলিল? আমরাও এরূপ অপবাদের বিরোধী।

৪। তাঁহারা পরে বলিতেছেন ;—“সৰ্ব্বপ্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে আচার্য্য মহাশয় বিবেকের আদেশে এই কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি কন্যার বিবাহে তাঁহার অত্যন্ত উপেক্ষা ছিল এবং তিনি এত গুরুতর ব্যাপারে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন এক দিনের জন্তও তিনি পাত্রানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন নাই। ঘটনাক্রমে ঈশ্বর যখন পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি ফলবাদী নহেন, সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই।” পাত্রটী ঈশ্বরানীত! কারণ কেশব বাবু পাত্র অন্বেষণ করিতে যান নাই, আপনি আসিয়াছে। পাঠকগণ হয় ত জানেন, যে কেশব বাবুর কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইবার পূর্বে এই পাত্রেরই জন্ত মাল্লাজে কন্যা দেখা হয়; কলিকাতার অপর তিন জন ব্রাহ্মের কন্যার সহিত ও পূর্বে কথা হয়। তাঁহারা বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে পরে কেশব বাবুর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত হয়। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগেরও ত নিকট পাত্র উপযাচক হইয়া গিয়াছিল। তবে কি এই বলিব যে ঈশ্বর পাত্রটী লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া দেখিলেন সকলেই বড় শক্ত অবশেষে কেশব বাবুর নিকট আসিয়া কৃতকার্য্য হইলেন!!! আর এই পাত্রে কন্যা দিব কি না এক্রপ প্রশ্নের সঙ্গে বিবেকের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারি না। আর যেন ভাবিলাম যে ঈশ্বর পাত্রটী আনিলেন এবং এই পাত্রে কন্যা দিতে বলিলেন। ঈশ্বর বলিলেন “এই পাত্রে কন্যা দাও”। বেশ কথা! তিনি কি এক্রপ ও বলিলেন, যদি গবর্ণমেণ্ট চাপাচাপি করে বয়সের নিয়ম ছাড়িয়া দাও; যদি তোমাকে একঘরে বলিয়া সম্প্রদানে আপত্তি করে কৃষ্ণ-

বিহারীকে বসাইয়া দাও ; তোমাদের পুরোহিত স্বীকার না করে তুমি তাহাদের পুরোহিত স্বীকার কর ; বিবাহে পৌত্তলিক ক্রিয়া না থাকিলে বৈধ না হয় ত বর পক্ষে পৌত্তলিকতা করিবার অনুমতি দাও ইত্যাদি ইত্যাদি । ঈশ্বর কি এত দূর ও আদেশ করিয়াছেন অথবা বিবেক এতদূর বলিয়াছে ? প্রশ্ন করিতেই লজ্জা হইতেছে ।

৫। ইহার পর ঈহারা বলেন যে কুচবিহারের ডেপুটী কমিশনর কন্যা দেখিয়া মনোনীত করেন। তাহার পর “অক্টোবর মাসের প্রথমে আচার্য্য মহাশয় আপনার মন্তব্য সমুদায় লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি ১৩টি প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল ; (১) রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বরবাদী “খিইষ্ট” তাহা লেখার স্বীকার করিতে হইবে। (২) ব্রাহ্মপদ্ধতি অর্থাৎ পৌত্তলিকতা-বিবর্জিত বিগ্ধ হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় এমন সকল প্রথার যোগ থাকিতে পারিবে যাহাতে কিছু মাত্র পৌত্তলিকতা নাই। (৩) পাত্র পাত্রী উভয়ে বয়স প্রাপ্ত হইলে বিবাহ হওয়া বিধেয়। যদি তত দিন অপেক্ষা করা না হয় তাহা হইলে আপাততঃ কেবল নির্বন্ধপত্রের অনুষ্ঠান হউক ; এবং রাজা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হইবে। (৪) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ঠিক রাখিতে হইবে, কোন বিষয়ে অন্তর্থা হইবে না। কিন্তু যে সকল ব্যাপারে কেবল বালকত্ব কিম্বা নির্বুদ্ধি প্রকাশ পায় তাহা অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে বিশেষ আপত্তি করা হইবে।

না।” ছুঃখের বিষয় কেশব বাবু পূর্বোক্ত চারিটা প্রধান নিয়মের কোনটাই রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজা আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন কি না প্রকাশ নাই। বরং প্রচারকদ্বয় এই পত্রে স্থানান্তরে বলিয়াছেন “তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্মে অনেক দিন হইতে বিশ্বাস আছে। এ কথা তিনি বন্ধু ভাবে লিখিয়া দিতেও প্রস্তুত”। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে রাজা আজিও লিখিয়া দেন নাই। পূর্বে মূলত শুভব তুলিয়াছিলেন যে রাজা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন রবিবারের মিরার তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট পত্রিকা এবং ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নে রাজার নিজের মুখের কথা প্রকাশ হইয়াছে। তাহা দেখিলেই পাঠকগণ জানিবেন রাজা নিজমুখে বলিয়াছেন “যে একদিন ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়া বসি আমি ব্রাহ্ম হই তবেত আমাকে খ্রীষ্টানও বলা যায় কারণ আমি খ্রীষ্টানদিগের ভজনালয়ে অনেক বাধ গিয়াছি।” পাঠকগণ বুঝুন রাজা কেমন ব্রাহ্ম।—

(২) পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐক্য। কুচবিহারের ব্রাহ্মণ কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যে পদ্ধতি প্রস্তুত করেন প্রচারকদ্বয়ের নিজেরই কথা প্রমাণে দেখা যায় কার্যকালে তাহা অবলম্বিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষ বলিয়া পাঠান—“পদ্ধতির মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মরীতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ইহা হইতে পারে না।” ব্রাহ্মধর্মের একটু গন্ধ থাকে তাহাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। (৩) পাত্র পাত্রীর কিরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইয়াছে তাহা সকলেই

জানেন। সে বিষয়ে বলা বাহুল্য। (৪) ধর্ম সম্বন্ধীয় নিয়মও  
কিরূপ ঠিক ছিল তাহা সকলেই জানেন হোমেই তাহার প্রকাশ।

এখন জিজ্ঞাসা করি, কেশব বাবু প্রথমে এনিয়মগুলি  
করিয়াছিলেন কার আদেশে? যদি বল বিবেকের আদেশে,  
তবে এগুলির ভঙ্গ হওয়াতে ত তাঁহার বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য  
হইয়াছে? যদি বল বিবেকের আদেশে নয় কিন্তু বুদ্ধির  
আদেশে তবে ত তিনি ফলবাদীর ত্রায় কার্য্য করিয়াছিলেন।  
সে যাহা হউক আমাদের এই বড় ছুঃখ যে কেশব বাবু নিজে  
যতগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিয়া ছিলেন তাহার কোনটী রক্ষিত  
হইল না কিন্তু তাঁহারা যাহা যাহা বলিলেন সকল রক্ষিত  
হইল। তাঁহারা বলিলেন কেশব বাবু কত্যা সম্প্রদান করিতে  
পারিবেন না, তিনি দিতে পারিলেন না—(প্রমাণ ১৭ই মর্চের  
মিয়ার); তাঁহারা বলিলেন ব্রাহ্ম পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে  
পারিবেনা সুতরাং পড়াইতে পারিলেন না (প্রমাণ ঐ দিবসের  
মিয়ার) তাঁহারা বলিলেন সামাজিক উপাসনা হইবে না—  
সামাজিক উপাসনা হইতে পারিল না। প্রমাণ এই পত্র, কারণ  
ইহার একস্থানে আছে “পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা  
প্রার্থনা ও বর কত্যা প্রতি আচার্য্যের উপদেশ এই করেকটী  
অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সুসম্পন্ন হইল।”  
ইহা দেখিয়া কোন্ ব্রাহ্মের হৃদয়ে না ক্রেশ হয়।—

৬। তাহার পর বিবাহের প্রস্তাব কিছুকাল বন্ধ থাকে, পরে  
১১ মাঘের সময় আবার উপস্থিত হয়। কেশব বাবু নিজে যে  
নিয়মে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন তাহা কেন ভঙ্গ করিলেন



এই প্রশ্নের উত্তরে প্রচারকব্বয় বলেন ;—“বারম্বার কুচবিহার হইতে তারযোগে শীঘ্র মীমাংসার জ্ঞাত অনুরোধ আসিতে লাগিল এবং অনেক আলোচনার পর ধার্য্য হইল যে ৬ মার্চ দিবসে বিবাহ হইতে পারে যদি উহা কেবল বাগ্‌দানরূপে স্বীকৃত হয় এবং গবর্ণমেন্ট পাত্র পাত্রীকে আপাততঃ ঐ ভাবে রাখেন। গবর্ণমেন্ট ইহাতে সম্মত হওয়াতে অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা ও মীমাংসা হইতে লাগিল।” সবল ভাষায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে তারে সংবাদ আসিল now or never “হয় এখন নতুবা বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করিতে হয়।” কেশব বাবু অমনি দেখিলেন নিয়ম ধরিয়া থাকিতে গেলে পাত্রটী হাত ছাড়া হয় অমনি নিয়ম ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে অপমানিত বিবেকের প্রবোধের জন্য ও ব্রাহ্মদের অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য এই কথা বলিলেন এই বিবাহকে বাগ্‌দানের ন্যায় গণ্য করিতে হইবে।

৭। ইহার পর কুচবিহার হইতে পুরোহিত আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত পরামর্শ পূর্বক এক নুতন পদ্ধতি স্থির করিলেন। তাঁহারা বলেন ;—

“এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি রাজাকে লইয়া ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে কুচবিহারে চলিয়া গেলেন, এবং উক্ত পদ্ধতির এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। উহার সঙ্গে এক খানি ক্রোড়পত্র সংলগ্ন ছিল তাহাতে এই কয়েকটি বিশেষ নিয়ম লেখা ছিল ;—১। বিবাহের সময় কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে বর বা কন্যা কোন প্রকার পৌত্তলিক অমুষ্ঠানে

যোগ দিবেন না। ২। বিবাহ মণ্ডপে কোন দেবদেবীর মূর্তি অথবা অগ্নি অথবা ঘটাদি স্থাপন করা হইবে না। ৩। যে মন্ত্রাদি এই কাগজে লেখা হইল তাহাই পুরোহিত পাঠ করিবেন কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা হইবে না। ৪। মন্ত্রাদির কোন অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা হইবে না। পদ্ধতিসম্বন্ধে আরো নির্বিরোধ থাকিবার মানসে কন্যাপক্ষ হইতে একরূপ প্রস্তাব হইল যে উল্লিখিত বিবাহরীতি ডিপুটী কমিসনর সাহেব অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বিবাহের পূর্বে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।”

ছঃখের বিষয় পূর্বোক্ত নিয়মের কোনটাই রক্ষিত হয় নাই। (১) বিবাহের পূর্বে কত্থাকে প্রারম্ভিত করান হইয়াছিল এবং বিবাহের পরে অর্থাৎ সম্প্রদানের পরে বর হোমস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম নিয়মটীর দশা ত এইরূপ হইল! দ্বিতীয়টীর অবস্থাও তদধিক। বিবাহ মণ্ডপে দেবমূর্তি, অর্থাৎ হরগৌরী, অগ্নি অর্থাৎ হোমাগ্নি এবং ঘট তিন বর্তমান ছিল। (৩) তৃতীয় নিয়মটীর দুর্দশা আরও অধিক হইয়াছিল সেই পদ্ধতির মন্ত্রাদির অংশ পরিবর্তন করা দূরে থাকুক সে পদ্ধতিই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (প্রমাণ এই পত্র)

৮। কেহ কেহ হয় ত বিবেচনা করিতে পারেন যে কন্যাপক্ষ প্রতারণা পূর্বক এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করাইয়া ছিলেন; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহারা কেশব বাবুর কুচবিহার যাত্রার পূর্বেই কেশব বাবুকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠান যে, ব্রাহ্মরীতি সংযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে না। প্রতাপ

বাবু ও গৌর বাবু নিজে বলিতেছেন :—“যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমনত সময়ে তারে সংবাদ আসিল,—বিবাহ পদ্ধতি এখনো দেখা হয় নাই, উহা ছাপাইবেন না। শনিবার রাত্রিতে আর একটা তারযোগে সংবাদ আসিল—পদ্ধতির মধ্যে স্থানে স্থানে ত্রাস্করীতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা হইতে পারে না। রবিবারে সন্ধ্যা এ কথার প্রতিবাদ করা হইল, এবং পূর্বকার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। বাই নাচ সম্বন্ধেও এ সময়ে আপত্তি উঠিল এবং স্পেশাল ট্রেনের দিন পরিবর্তন করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তদ্বিষয়ে এই উত্তর আসিল যে ট্রেনের ভাড়া ও সময়াদি ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন বন্ধ হইতে পারে না। সোমবারে ভাড়াভাড়া করিয়া ১১টার সময় সকলে যাত্রা করিলেন।”

জিজ্ঞাসা করি কেশব বাবু যখন দেখিলেন যে, তিনি বিবেকের অনুরোধে যে যে নিয়ম করিলেন কন্যাপক্ষ তাহা রক্ষা করিবেন না বলিয়া সংবাদ দিলেন, তখন তিনি কোচ-বিহারে যাত্রা করিলেন কেন? এরূপ সংবাদ শুনিয়াও যাত্রা করাতে কি তাঁহাদের কথায় সন্মতি প্রকাশ করা হইল না? স্পেশাল ট্রেনের টিকিট কেনা হইয়াছিল এই কি একটা যুক্তির মধ্যে যুক্তি। না হয় কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতেন। লোকে যদি জানিতে পারিত যে বরপক্ষ ত্রাস্ক মতে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না বলিয়া কেশব বাবু কোচবিহার যাত্রা করিলেন না তাহা হইলে কি তাঁহার বিগঞ্জেয়াও স্বপক্ষ হইয়া পড়িত না? তাহা না হইয়া আমরা

কি দেখিলাম? না, কেশব বাবু স্পষ্ট জানিলেন যে বরপক্ষ বিবাহ পদ্ধতিতে ব্রাহ্মগুরুও থাকিতে দিগ্বেন না, কতখাপি কল্পা লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি যে বলিয়াছিলেন যে ধর্মের দিক অগ্রে দেখিব, এই কি ধর্মের মুখ রক্ষা করা?

৯। ইহার পর কল্পা পক্ষ কন্যা লইয়া কুচবিহার পৌছি-  
লেন,—কয়েক দিন ধুমধাম ও আমোদ প্রমোদে গেল। ইহার  
অধো আবার খেলা ও বারাদনাদেয় হলু প্রভৃতি হইল, তাহা  
প্রচারকদ্বয় উল্লেখ করেন নাই। বিবাহের এক দিন পূর্বে  
কল্পাপক্ষীয় কর্মচারিগণ আসিয়া বলিলেন, “কেশব বাবু  
বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, উপনীতভ্যাগী  
ব্রাহ্মণ অথবা অন্য জাতীয় ব্যক্তি পুরোহিত হইতে পারিবেন  
না, সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে না। পাত্র কল্পা বিবাহ-  
সভার পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার করিবেন না, উভয় পক্ষে  
হোম করিতে হইবে।” ইহা লইয়া অনেক বাগ্ম্বিতণ্ডা চলিল।  
অনেক বাদানুবাদের পর শেষে বিরূপ নীমাংসা হইল এবং  
করুন,—

“শেষে এই কথা হইল যে পূর্ব অঙ্গীকার অনুসারে কন্যা-  
পক্ষে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সহিত কিঞ্চিদ্ভিন্ন সংস্রব  
থাকিবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ হইতে পারে  
না। রাত্রি ১১টার সময় তরুণ অনুষ্ঠান আশ্লিষ্ট এবং সকলের  
ভাষনা দূর হইল। বিবাহ সভার উপস্থিত হইয়া আমরা  
দেখিলাম যে একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপের অধো কয়েকটি কলাগাহ ও  
২১০টা বট এবং এক হাত লম্বা সাল কাপড়ে ঢাকা একটি

সামগ্রী রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মনে একরূপ সন্দেহ হইল যে হয়তো হরগৌরী প্রভৃতি হিন্দু দেবতা পূজার জন্য বিবাহ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একথা ডেপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করাতে তিনি উহা অস্বীকার করিলেন এবং পণ্ডিতদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া স্পষ্টরূপে বলিলেন যে ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পূজার বস্তু কিছুই নাই এবং কোন হিন্দু দেবতা স্থাপন করা হয় নাই। তাঁহার এবং প্রধান পণ্ডিতের কথায় প্রতীতি হইল যে মণ্ডপে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই, তবে স্থানীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে কতকগুলি মঙ্গলমুচক দ্রব্য সাজান হইয়াছে। যাহা হউক সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য আরম্ভ হইল। বাগদান, জ্বীয়াঁচার ও পরস্পরের সম্মতি প্রকাশের পর বর বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলে আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া সভাস্থলে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তদনন্তর কস্তা সভাস্থ হইলে কেশব বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা, বরের পুরোহিত ও কন্যার পুরোহিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিবাহমণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। পৌত্তলিক দেবতার নাম পরিবর্জন করিয়া প্রচলিত হিন্দু বিবাহের মন্ত্রাদি সংশোধন পূর্বক পঠিত হইলে কন্যা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা ও বরকস্তার প্রতি আচার্য্যের উপদেশ এই কয়েকটা অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সুসম্পন্ন হইল।”

কন্যাপক্ষে কোনপ্রকার পৌত্তলিকতা থাকিবে না, এই

নিরপেক্ষ বিবাহ দিতে স্বীকৃত হওয়াতে কি বরপক্ষে পৌত্তলিকতা-  
 চরণ করিবার অন্তিমতি দেওয়া হইল না ? ইহার পর বরপক্ষ-  
 যে কিছু করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের দোষ কি ? বাঁহারা  
 হিন্দু ধর্মের কিছুমাত্র জানেন তাঁহারা কি জানেন না যে, দেব  
 বিগ্রহের পরিবর্তে ঘট ব্যবহৃত হইয়া থাকে ? যে বাড়ীতে  
 প্রতিমা নিষ্কাশনের সামর্থ্য হয় না তাহারা ঘটস্থাপন করিয়া  
 পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে । কে না বুঝিতে পারিতেছেন  
 যে কেশব বাবু কোনপ্রকার দেবতার বিগ্রহ রাখিতে অস্বীকৃত  
 হওয়াতে রাণীরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ।  
 হরগৌরী নামক যে পদার্থদ্বয় ছিল তাহা বজ্রাবৃত করিয়া রাখি-  
 বার কারণ এই দুঃপের বিষয় প্রচারক মহাশয়দ্বয় এই স্থলে  
 দুইটি সত্য গোপন করিয়াছেন । (১) কেশব বাবু সম্প্রদান  
 করিতে পাইলেন না । কৃষ্ণবিহারী বাবুকে সম্প্রদান করিতে  
 হইল । এবং (২) ব্রাহ্মপক্ষের পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে পাঠ-  
 লেন না, উপবীতধারী পৌত্তলিক পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র পড়ান  
 হইল । এই দুইটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে  
 কেশব বাবুর কার্য্যের এ দুইটি প্রধান দোষ ; এই দুইটিতে  
 তিনি পূর্ক হইতে সন্দেহিত হইয়াছিলেন । প্রমাণস্বরূপ পাঠকগণ  
 ১৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসের মিরারে কুচবিহারের বিবাহ নামক  
 প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া দেখিবেন । আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহারা  
 মিরারে বাহা স্বীকার করিয়াছেন, এত বড় পত্রের মধ্যে তাহার  
 উল্লেখ করিতেই বিস্মৃত হইলেন ।

১০ । অন্তঃপর প্রচারকদ্বয় এই বিবাহের আপত্তিকারী

দিগের আপত্তি শুধুনে অগ্রসর হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথাগুলি সমগ্র উদ্ধৃত করিতেছি।

“অনেকে বলিতেছেন যে বয়স সম্বন্ধে কেশব বাবু আপনার প্রস্তাবিত রাজবিধি [১৮৭২ শালের ৩ আইন] লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং আপনার পূৰ্ব্ব বিশ্বাস ও আচরণের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এ অভিযোগের বিরুদ্ধে সমূহ প্ৰমাণ আছে। প্রথমতঃ কুচবিহার স্বাধীন রাজ্য, তথায় উক্ত বিধি প্রচলিত নহে। কলিকাতায় বিবাহ হইলেও রাজা কুচবিহারে প্রত্যাগমন করিবামাত্র সে বিধি পালনের জন্য তিনি আর দায়ী হইতে পারেন না। এ অবস্থায় উক্ত বিধি অনুসারে বিবাহ দেওয়া নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। এই হেতু বিধি পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজা যদি ব্রিটিশ গবৰ্ণমেন্টের অধীন হইতেন নিশ্চয়ই বিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইত, এবং যদি আইন অনুসারে বিবাহ হইত পাত্র পাত্রী উভয়ের সম্বন্ধে বয়সের নিয়ম নিশ্চয়ই পালন করা হইত। কিন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কেশব বাবু যেন আইনের আল্পর মাই লইলেন, তিনি জীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে ইতিপূৰ্বে যে রূপ সংস্কার প্রকাশ করিয়াছেন ও উপদেশাদি দিয়াছেন তাহার কেন অন্যথা করিলেন? অন্যের বিবাহসম্বন্ধে শক্ত নিয়ম কিন্তু নিজ কন্যার বিবাহে তিনি শৈথিল্য প্রদৰ্শন করিলেন কেন? তাঁহার পূৰ্ব্ব আচরণের সঙ্গে বৰ্ত্তমান অহুষ্ঠানের বিরোধ কেন? ইতিপূৰ্বে আচার্য্য মহাশয় অনেকগুলি ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন তাহাতে কতক বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, যথা ১১, ১২, ১৩। এ সকল বিবাহ

মিতে তাঁহার কিছু আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি তত সঙ্কুচিত হন নাই যেহেতু বাল্যবিবাহের দোষ এ সকল বিবাহে বিধি-পূর্বক নিবারণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের উদীয় কল্পে এরূপ স্পষ্ট নিয়ম ছিল যে ঋতুমতী না হইলে পাত্রী পাত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, তত দিন পর্যন্ত বিবাহ কেবল বাগদান স্বরূপ থাকিবে। যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে কন্যার প্রকৃত বিবাহ হওয়া অর্থাৎ পত্নী হওয়া নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে আইন হইবার অমেক দিন পূর্বে হইতে এরূপ সংস্কার ছিল। যখন রাজবিধি প্রস্তত হয় তখন কেবল এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইল। নারীজীবনে বাল্যাবস্থা কোন্ সময়ে যৌবনাবস্থায় পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ করিয়া সেই সময় বিবাহোপযোগী বলিয়া নির্ণয় করা হইল। ডাক্তার চাবলস সাহেব ১৪ বৎসর যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আইনেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইল। রাস্ত্রিক উক্ত কিম্বির মূল তাৎপর্য্য এই যে যৌবনারম্ভই কন্যার উপযুক্ত বয়স। এ নিয়ম বর্তমান বিবাহে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কেশব বাবু আপনার কন্যার বয়সসম্বন্ধে পূর্ব বিধানের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই।”

বিবাহে আইন রক্ষা হইল না সে কথা স্বাক্ষর কেশব বাবু কন্যার যৌবনারম্ভ অর্থাৎ ঋতু কালকেই বিবাহ কাল ভাবিতেন এ কথা কি স্বার্থ? তিনি ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি সংক্রান্ত আলোচনের সময় টাউন হলে যে বক্তৃতা করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“Thirdly, we contemplate the abolition of early



or premature marriages. There has always been a large amount of uncertainty and doubt in the public mind as to the minimum marriageable age of Native girls. Reference was therefore made a few months ago to the leading medical authorities in Calcutta, and what is the result? It has been what *we had anticipated*. The medical authorities in Calcutta almost unanimously declare, that sixteen is the minimum marriageable age of girls in this country. Dr. Charles makes a valuable suggestion; he holds that fourteen, being the commencement of adolescence, may *for the present* be regarded as the minimum age at which Native girls may be allowed to marry, and may serve as a *starting point* for reform in this direction. In conformity with his suggestion and the opinions given by the other referees, we have come to the conclusion that, for the present at least, it would be expedient to follow the provision in the Bill which makes fourteen the minimum marriageable age of girls in this country, leaving it *in the hands of time* to develop this reform slowly and gradually into maturity and fulness. Thus you see, gentlemen, that these marriage reforms are not directed exclusively against idolatry and caste, but are directed against the very root as well as the branches and fruits of that *tree of corruption*, which has for centuries caused many a man and woman in this country to suffer physically, intellectually, morally and spiritually. (Applause.)

It is evident that a reformed system of marriage which will enable us to get rid of all our injurious and immoral customs is a desideratum, which, every one will allow, a really intelligent and liberal Government ought to enable us to secure."

*Town Hall Lecture 30th Sept. 1871.*

পূর্বোক্ত কয় পঙ্ক্তির মধ্যে বাঁকা অক্ষরে যে কয়টা কথা আছে তাহা পাঠকগণ মন দিয়া পড়ুন। তিনি কি বক্তৃতা করিবার সময় জানিতেন না যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ বালিকাই ১৬ বৎসরের পূর্বে ঋতুমতী হয়। আর প্রচারকদ্বয় যে লিখিয়াছেন "ইতিপূর্বে আচার্য্য মহাশয় অনেক গুলি ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহাতে কন্তার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল; যথা ১১।১২।১৩ এ সকল বিবাহ দিতে তাঁহার কিছু আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি সঙ্কুচিত হন নাই, যে হেতু বাল্য বিবাহের দোষ এ সকল বিবাহে বিধিপূর্ব্বক নিবারণ করা হই-  
রাছিল" এ কথা আমরা নূতন শুনিলাম। আদি সমাজের অবলম্বিত বিবাহ পদ্ধতিতে বরের প্রতি উপদেশের মধ্যে এক স্থানে আছে বটে যে ভার্য্যা ঋতুমতী না হইলে তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না, কিন্তু কেশব বাবু যে যে বিবাহে ছিলেন তাহাতে কি কোন প্রকার রাজবিধি বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা বরকে এরূপ কোন নিয়মে বদ্ধ করা হইয়াছিল? আমাদের ত স্মরণ হয় না। তাহা করা দূরে থাক, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র যখন তাঁহার নিজের কন্যার বিবাহে ঐরূপ নিয়মের কথা বলিয়াছিলেন তখন মিরার এবং কেশব বাবুর প্রচারকগণ

তাঁহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া ছিলেন। ফল কথা এই পূর্বে কন্যার বয়স লইয়া এত টানা টানি হয় নাই, বিবাহ বিধির আন্দোলন উপস্থিত হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ চিন্তা আরম্ভ হইল এবং কেশব বাবু তখন ১৬ বৎসর কন্যার বিবাহ কাল বলিয়া স্থির করিলেন। ঠিক এই যুক্তিতে ত বলা যায় যে ব্রাহ্ম সমাজে উপবীত পরিত্যাগেব গোলযোগ উঠিবার পূর্বে ও কেশব বাবু অনেক বার উপবীতধারী আচার্য্যের উপাসনাতে যোগ দিয়া ছিলেন সুতরাং উপবীত ধারণ পাপ নয় এবং কেশব বাবুর আদি সমাজ পরিত্যাগ অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। আর কন্যা ক্ষতুমতী হইলেই তাহার বিবাহ কাল হইল ইহা কোন ডাক্তার বলেন নাই বরং ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইহারা দুজনে কত্কার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু কেশব বাবুর প্রচারক দিগের মধ্যে এক জন শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ-চন্দ্র সেন, বঙ্গ বন্ধুতে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে কি প্রায়শ্চিত্ত বলে না ? "আমি একরূপ মনে করি না যে কেশব বাবু ইহাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন। বরং ইহা মনে করি যে রাজমাতৃগণ-অভ্যাস পূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে এই গুলি করাইয়াছেন। কিন্তু কুচ-বিহার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে এ কার্য্য কেশব বাবুর গৃহিনী এবং মাতার অপোচরে হয় নাই সুতরাং বরং পক্ষদিগকে মিতান্ত প্রভারণা অপরাধে অপরাধী করাও যায় না। পাত্র-টিকেও বিলক্ষণ সুখ্যাতি করা হইয়াছে। তিনি পৌত্তলিকতা

মানেন না তবে কিনা স্বর্ণমেষ্টের শাসনে ও আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য হোমের সময় তাঁহার কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল, “কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল”— অর্থাৎ স্বয়ং হোম করিতে হয় নাই। প্রচারক বর কোথায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে স্বয়ং হোম করিতে দেখিয়াছেন? আর রাজা হোমের সময় বসিয়া থাকিলেন কেন? উত্তর— “বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য”। কিরূপ বৈধতা? বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহ হইবে এই জন্য? না বৈধ হিন্দু বিবাহ হইবে এই জন্য? নিশ্চয় বলিতে হইবে বৈধ হিন্দু বিবাহ হইবে এই জন্য। তবে বিবাহটি কিরূপ বিবাহ পাঠক উত্তর করুন, আমি আর উত্তর করিব না। ভাল এক দিকে বর পক্ষ যেমন হিন্দু বিবাহের বৈধতা রক্ষা করিবার উপায় করিলেন, কেশব-বাবু কি ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা রক্ষা করিবার কোন উপায় করিয়াছিলেন? ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য কি কি চাই? চারিটি বিষয় চাই। বর কন্যার উপাসনাতে যোগ দেওয়া; পুরোহিতের ব্রাহ্ম পুরোহিত হওয়া; পাত্র পাত্রীর জন্মের সাক্ষী করিয়া উদাহ প্রতিজ্ঞা করা; বিবাহ পদ্ধতির শৌভলিকতা সম্পর্ক শূন্য হওয়া। ইহার কোনটি কি এ বিবাহে রক্ষিত হইয়াছে? কোনটাই না। পাত্র পাত্রী উপাসনাতে যোগ দেন নাই। তাঁহারা বিবাহ মণ্ডপে ছিলেন এবং উপাসনা মণ্ডপের বাহিরে হইয়াছিল, বিশেষ উপাসনার সময় বাদ্যধ্বনিতে কিছুই শ্রুত হয় নাই (প্রমাণ ১৭ই ফেব্রুয়ারির মিলার)

পুরোহিত ব্রাহ্ম পুরোহিত নন; পরন্তু এ কজন উপরীত ও

ত্রিপুরাধারী ব্রাহ্মণ ; উদাহ প্রতিজ্ঞা বিবাহ স্থানে হয় নাই ; অনেকক্ষণ পরে অন্তরে গিয়া হইয়াছে—কলিকাতায় আসিয়া করিলেই হইত । চতুর্থতঃ, পদ্ধতি ও পৌত্তলিকতা দোষ শূন্য হয় নাই । তবে ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে তাহা সকলে দেখুন । অথচ প্রচারকবর বলিয়াছেন “উপরে লিখিত বিবাহ বৃত্তান্ত পাঠে আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে ষাঁহার বালা বিবাহ ও পৌত্তলিকতার দোষ আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আরোপ করিয়াছেন তাঁহার ভ্রমবশতঃ একরূপ কার্য্য করিয়াছেন ।” এক ব্যক্তি একবার আহাৰ করিতে বসিয়া বলিয়াছিল—ব্যাঞ্জনটা বেশ হইয়াছে, পরে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিল—লবণ একটু অধিক, হরিদ্রা কম, ঝাল বেশি, জল অধিক, মসলার অভাব । প্রচারকগণও কি সেইরূপ বলিবেন যে বিবাহটী নির্দোষ হইয়াছে তবে কিনা, বরের বয়স ১৫ কন্যার বয়স ১৩ ; তবে কিনা কেশব বাবুর জাতিভ্রষ্ট বলিয়া সম্প্রদান করিতে পান নাই ; ব্রাহ্ম পুরোহিত পৌরহিত্য করিতে পান নাই ; তবে কিনা বিবাহের পূর্বে কণ্ঠকে প্রারশ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল এবং বৃদ্ধিশ্রদ্ধ নান্দীমুখ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রীতিতে হইয়াছিল ; তবে কিনা উপাসনাটা এক পাশে বসিয়া নম নম করিয়া সারিতে হইয়াছিল এবং উদাহ প্রতিজ্ঞা উপদেশাদি লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল ; তবে কিনা পাত্রকে হোমের সময় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল এবং বাইনাচ প্রভৃতি বদ্ধ করিতে পারা যায় নাই ।” যদি কাহারও ইচ্ছা হয় ইহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলুন । আমি বলিতে পারি না ।

এক ব্যক্তি এক সময় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতা প্রভৃতি হিন্দুসমাজেই ছিলেন, কিছুদিন যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইল। তখন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ভ্রাতা তাহাকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন যে চারিদিকে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন। ব্রাহ্মণদিগের অর্থদান হইতেছে। নানা প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়ার আয়োজন হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভ্রাতা একজন পাদরি তিনি জ্যেষ্ঠের মৃত্যুশয্যার নিকট গেলেন এবং বলিলেন দাদা কর কি মৃত্যুকালে একবার খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হও এই কথা বলিয়া তিনি ভ্রাতার জন্য একটু প্রার্থনা করিলেন। ইতি মধ্যে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইল। পাদরী ভ্রাতা বাহিরে আসিয়া বলেন যে তাহার মৃত্যু কালে খ্রীষ্টীয় প্রণালী অনুসারে ভজনা হইল তাহাই কি ঠিক? এ বিবাহও সেইরূপ ব্রাহ্ম বিবাহ।

উপহাস দূরে থাকুক লিখিতে লিখিতে হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা কি হইল? যাহারা এত কাল বীরের ন্যায় ধর্মসংগ্রাম করিলেন তাঁহারাই আজি অসং কার্য্যকে সংকার্য্য বলিয়া ঘোষণা আরম্ভ করিলেন। যদি তাঁহার বাস্তবিক অনুতাপ করিতেন, যদি ইহাকে ব্রাহ্ম ধর্মের চক্ষে দৃশ্যীয় বলিতেন তাহা হইলে এত ক্ষোভ হইত না। কেশব বাবুর মুখ রক্ষার জন্ত যাহা চিরকাল সকলে নিন্দনীয় বলিয়া আসিয়াছি তাহাকে অনিন্দনীয় বলিতে হইল; যাহা অপরের পক্ষে অমার্জনীয় ভাবিয়াছি তাহা মার্জনীয় ভাবিতে হইল; যাহা ব্রাহ্ম ধর্মের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি,

তাহাকে ব্রাহ্ম ধর্মের অবিরোধী বলিতে হইল !!! সত্যপ্রিয়তা তবে তুমি কোথায় ? আমরা প্রতিবাদ করিয়াছি, ব্রাহ্ম ধর্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের মুখে যে কালি পড়িতেছিল তাহা ধোঁত করিয়াছি, এই অপরাধ, এই অপরাধে আমরা অসৎ ও অভ্যস্ত-লোক এই সুখ্যাতি ও পুরস্কার উপার্জন করিয়াছি ।

সে যাহা হউক, শ্রুতকথ্য কথা গুলির মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর মত লুকাইয়া রহিয়াছে ; বিশেষতঃ ব্রাহ্ম ভিন্ন অপরের ধরিবার উপায় নাই । সে মতটি এই, কেশব বাবু বর্তমান জন্মের জগতের মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্ত বিশেষ ভাষে প্রেরিত ; তাঁহার অবলম্বিত প্রচার প্রণালী ও সমুদায় আধ্যাত্মিক উপায়ের নাম বিশেষ বিধান । তিনি সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র । অন্য ব্যক্তিদিগের সমুদায় কর্ম নিজ বুদ্ধির অধীন হইয়া থাকে কেশব বাবুর দৈনিক আহার পর্য্যন্ত ঈশ্বরা-দেশে হইয়া থাকে । প্রতাপ বাবু ও গৌর বাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন কেশব বাবু নিজে এই রূপ বিশ্বাস করেন । আমরা-দেরও এই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে কারণ এই বিবাহের আন্দোলনে তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত বেক্ষণ ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে বেক্ষণ বাক্য সকল নির্গত হইয়াছে । তাহাতে আর এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । বাবু শিবচন্দ্র দেব ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ, যিনি হয় ত কেশব বাবুর পিতার সমাধ্যায়ী ; এবং বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সৌজন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগের জন্য সাধারণের আদৃত ; যিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায়ের সহিত উপস্থিত থাকিতেন,

সেই শিবচন্দ্র বাবু, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু আনন্দমোহন বহু প্রভৃতি ২৩ জন আত্মস্থানিক ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া যে প্রার্থনা পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন, তাহা তিনি পাঠ করিলেন না। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে, তাহা পাঠ করা তিনি পাপ মনে করেন। কেবল তাহা নহে, তিনি আমাদের কাহার কাহারও নিকটে আশ্বালনপূর্বক বলিয়াছেন যে, অন্যের পক্ষে কন্যার অন্ন বয়সে বিবাহ দিলে পাপ, তাঁহার পক্ষে এক বৎসরের বালিকার বিবাহ দিলে পাপ হয় না। এরূপ অহঙ্কার ও আশ্বালন পূর্বোক্তরূপ বিশ্বাস না থাকিলে কখনই জন্মিতে পারে না। এই কথা গুলি লিখিতে লিখিতে আমি ভাবিতেছি যে, আমরাই কেশব বাবুর এই অপকার করিয়াছি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি যদি তাঁহার পদলেহন ও পদধারণ করিয়া প্রার্থনা না করিতেন, যদি ব্রাহ্ম প্রচারকগণ তাঁহার ইচ্ছাকে আপনাদের শাস্ত্র স্বরূপ না করিতেন, যদি তাঁহার হস্তে ব্রাহ্ম সমাজের সমুদায় ভার অর্পিত না হইত, যদি নরপুত্রের আন্দোলন আশ্রমের আন্দোলন প্রভৃতি তাঁহার করিয়াছিলেন তাঁহারা কিয়দিন পরে নিরস্ত না হইতেন, যদি কেশব বাবু ও তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তিগণ মিরার ধর্মতত্ত্ব সুলভ প্রভৃতিতে কটুক্তি অধ্যাতি বোষণা করিয়া বিপক্ষদিগকে ব্রাহ্ম সাধারণের চক্ষে অসৎ লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ না হইতেন; যদি তাঁহার পার্শ্বপাশ্বিকদিগের মধ্যে তাঁহার ভ্রমকে ভ্রম বলিবার সাহস কাহারও থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। তিনি মহাপুরুষ



হন, মহাপুরুষ থাকুন, আমরা তাঁহাকে অপরাপর মনুষ্যের  
ন্যায় লাভজীব মনে করি, ঈশ্বরাদেশকে তাঁহার এক চেটিয়া  
ভাবি না। বর্তমান সময়েই জগতে ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে  
তাঁহা অপেক্ষা অন্ততঃ দশগুণ মহৎ লোক দেখিতে পাই ;  
আমরা দিব্য চক্ষে তাঁহার অনেক বুদ্ধির ক্রটি ও বিচারশক্তির  
প্রাপ্তি দেখিতে পাইতেছি ; আমরা ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কিম্বা  
অপর কোন ব্যক্তির একচ্ছত্র রাজত্ব হইলে তাহাকে শোচনীয়  
মনে করি ; আমরা মত বিষয়ের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষাকে  
ধর্ম জগতের প্রাণ রক্ষার উপায় বিবেচনা করি। অতএব  
কোন ব্রাহ্ম তুষ্টই হউন আর কুষ্টই হউন, স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি  
আমরা সত্যের অহুবর্তী কোন ব্যক্তি বিশেষের অহুবর্তী নহি।

আরও কতকগুলি কথা অবশিষ্ট আছে। এই সকল কথা  
বলাতেই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু কেশব বাবুর ও  
তাঁহার প্রচারকগণের অপ্রিয় হইয়াছি। কিন্তু সেজন্য বিন্মু  
মাত্র দুঃখিত নই ; তাঁহাদের মতাবলম্বী ব্রাহ্মদিগের চক্ষে  
হয় ত আমরা নিন্দনীয় তাহাতেও তিলমাত্র ভীত নই। বরং  
কেশব বাবুর ও প্রচারক মহাশয়দিগের ব্রাহ্মধর্মবিরোধী মত  
গুলির প্রতিবাদ এত দিন ভাল করিয়া করিতে পারি নাই  
বলিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আপনাদের নিকট এবং নিজের বিবেকের  
নিকট আপনাদিগকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করি। ভূত কালে  
আমাদের যে ক্রটি হইয়াছে আশা করি ভবিষ্যতে আর হইবে  
না। ঈশ্বরপ্রদাদে ব্রাহ্ম সমাজের নব জীবনের দিন উপস্থিত  
হইতেছে ; এ সময়ে ব্রাহ্মদিগের অধ্যবসায় এবং মতের স্থিরতা

নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা এই বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া-  
 ছেন তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিয়া-  
 ছেন। এখন আর তাঁহারা পুনরায় এই বিবাহের উদ্যোগ  
 কর্ত্তা ও প্রতিপোষকদিগের নিকট মন্তক অবনত করিতে  
 পারেন না; তাহা হইলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না।  
 যত দিন না তাঁহারা অহুশোচনা করেন, যত দিন না তাঁহারা  
 আপনাদিগের দোষ কালন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের নিকট  
 মন্তক অবনত করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি করা  
 হইবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভাবিবেন না, ব্রাহ্মসমাজকমিটি  
 দ্বারায় উপযুক্ত প্রচারকসকল নিয়োগ করিবেন, প্রচারপ্রণালী  
 নিরূপণ করিবেন, তাহা যথা সময়ে সমুদায় সমাজে প্রেরিত  
 হইবে। ব্রাহ্মসমাজকমিটি মফস্বলের সমুদায় সমাজের সহিত  
 পরামর্শ না করিয়া কোন প্রকার গুরুতর ও স্থায়ী কার্য্যে হস্তক্ষেপ  
 করিবেন না; তাঁহারা আপনাদিগকে সপ্তম স্বর্গের লোক এবং  
 সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে নিকৃষ্ট জগতবাসীলোক বলিয়া গণনা  
 করিবেন না; বর্ত্তমান আন্দোলনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন  
 তাঁহারা কেবল আন্দোলন করিয়া নিরস্ত হইবেন না; এই  
 উদ্যোগে ব্রাহ্ম সমাজকে নিয়মতন্ত্রপ্রণালীতে বদ্ধ করা তাঁহা-  
 দের সংকল্প। মফস্বলবাসী ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি এইমাত্র  
 অহুরোধ যে তাঁহারা কেবল স্তুদিনের জন্য ঈশ্বরের নিকট  
 প্রার্থনা করুন, প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও প্রত্যেক ব্রাহ্মিকার কর্ত্ত হইতে  
 প্রার্থনা-ধ্বনি স্বর্গের সিংহাসনের দিকে উখিত হউক; যিনি  
 এতকাল ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি সত্যপন্থকে

কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি নিয়তি চক্রের মধ্যে থাকিয়া মানবের সুখ দুঃখ জয় পরাজয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি আমাদের মিলিত প্রার্থনা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।




---

PRINTED BY ASHUTOSH GHOSE AND Co., ALBERT PRESS,  
37 Machuabazar Street, Calcutta.















